জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ইমেইলঃ info@nhrc.org.bd; হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

স্মারকঃ এনএইচআরসিবি/প্রেস বিজ্ঞ-২৩৯/১৩-১৫৩ তারিখঃ ০৫ মার্চ ২০২৩

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিঃ
বারবার বিস্ফোরণের ঘটনা জীবনের অধিকারের প্রতি হুমকি এবং
পঞ্চগড়ে ধর্ম/বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনায় হতাহতের ঘটনা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক

০৫ মার্চ ২০২৩ ইং তারিখে গণমাধ্যমে **'বিকট শব্দে অক্সিজেন প্ল্যান্টে বিস্ফোরণ, কেঁপে উঠল আশপাশের এলাকা' এবং 'রাজধানীর সায়েন্সল্যাবে ভবনে বিস্ফোরণ'** শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড উপজেলার ভাটিয়ারী ইউনিয়নে একটি অক্সিজেন প্ল্যান্টে বিকট শব্দে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণে পাঁচজন নিহত ও অন্তত ৩০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। অন্যদিকে, রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি এলাকার একটি ভবনে বিস্ফোরণের পর অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পাশে থাকা একটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণে পাশের ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কিছুদিন পূর্বে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের বিএম ডিপোতে একই ধরণের বিস্ফোরণে ব্যাপক জানমালের ক্ষতি হয়। একই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি মানুষের জীবনের অধিকারের জন্য হুমকি স্বরূপ। এধরণের ঘটনা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। কমিশন মনে করে এসকল ঘটনায় কোম্পানিগুলোর যেমন দায় রয়েছে একই সাথে সরকারের সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠাগুলোও এর দায়ভার এড়াতে পারেনা। বারংবার একই ধরণের ঘটনা প্রতিরোধে জাতীয় পর্যায়ে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা একটি কমিটি গঠন করে উক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক কার্যকারী ব্যবস্থা নেয়া গেলে এই ধরণের সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান করা সম্ভব হবে মর্মে কমিশন মনে করে। এঅবস্থায়, বিস্ফোরণের ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করাসহ তাদের শাস্তির ব্যবস্থা এবং এই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে বলা হয়।

অন্যদিকে, ০৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত **আহমদিয়াদের ওপর হামলা: কী ঘটেছিল পঞ্চগড়ে?** সংক্রান্ত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। কমিশন মনে করে, ধর্ম/বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনায় হতাহতের ঘটনা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকার। সকল ধর্মের অনুসারীগণ নিজ নিজ ধর্ম শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিপালন করবেন- কমিশন এটাই প্রত্যাশা করে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী যারা এই ঘটনায় জড়িত তাদের সকলের আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তি প্রদান করা না হলে এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে বলে কমিশন মনে করে। এই ঘটনায় কমিশন নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে-

ক) নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোন গাফিলতি ছিল কিনা এবং বিক্ষোভ/হামলা নিবৃত করতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি ব্যবহার করা হয়েছে কিনা, প্রকৃত ঘটনা কী ইত্যাদি বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ১৭ ধারা মতে কমিশনে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়কে বলা হয়।

খ) ভবিষ্যতে অপ্রত্যাশিত এমন যেকোন ধরণের সহিংসতা বা অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিরোধে আরো সতর্ক থাকার ও মানুষের জান-মালের সুরক্ষা প্রদানের জন্য আরো কার্যকরি ভূমিকা পালনের জন্য পুলিশ সুপার, পঞ্চগড়কে পরামর্শ দেয়া হয়।

ধন্যবাদান্তে,
স্বাক্ষরিত/-
ফারহানা সাঈদ
উপপরিচালক
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ